দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ: 31 OCT 2016
পৃষ্ঠা: ৬ কলাম: ২

বিনামূল্যের বই এবং তার সাফল্যগাথা

দেশের উপজেলা ও জেলা শিক্ষা অফিসসমূহে সমন্বয়ের অভাবে বিনামূল্যের ২৯ কোটিরও বেশি পাঠ্যবই গুদামে পড়িয়া নষ্ট হইতেছে। ইহার মধ্যে প্রায় চার টনের বেশি ওজনের বই পড়িবার অনুপযোগী হইয়া গিয়াছে। গত বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই বিষয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় চার টনের বেশি ওজনের এইসব বই ১০ টাকা কেজি দরে বিক্রয় করিবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সংবাদটির মধ্যে আপাতভাবে একতরফা অপচয়ের গন্ধ খুঁজিলে বড় ভুল হইবে। সরবরাহ যখন পর্যাপ্ত তখন স্বল্পপরিমাণে নষ্ট হওয়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু বিস্ময় অন্যখানে। কয়েক দশক পূর্বেও কি কেহ কল্পনা করিতে পারিত, দেশে একসময় ঠিক বৎসরের পহেলা দিনটিতেই কোমলমতি সকল শিক্ষার্থীর হাতে তুলিয়া দেওয়া সম্ভবপর হইবে নূতন পাঠ্যপুস্তক? আর নূতন সেইসব পুস্তকের মৌমাত ঘ্রাণে ভরিয়া উঠিবে নূতন ক্লাসে উঠিবার অপার আনন্দ? ইহা কি মুখের কথা, বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের মতো বিপুল কর্মযজ্ঞ ফি বৎসর ১ জানুয়ারিতেই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিয়া যাইতেছে এই সরকার! সেখানে সংখ্যায় টানাপড়েন তো ঘটেই না, উল্টা উদ্বৃত্ত হয়। অথচ তিন/চার দশক পূর্বেও আমরা দেখিয়াছি—গণশিক্ষা অভিযানের নামে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক ছাপা ও বিতরণের মাঝে বিদ্যমান ছিল শুভঙ্করের ফাঁকি! প্রয়োজনের তুলনায় নামমাত্র পুস্তক ছাপাইয়া সরকারি অর্থের হরিলুটের ব্যবস্থা ছিল বৎসরের পর বৎসর। জানুয়ারি মাস তো দূরের কথা নূতন পুস্তক পাইতে পাইতে মার্চ-এপ্রিল অবধি গড়াইয়া যাইত। আর সেই নূতন পুস্তকও পাওয়া যাইত লটারির মতো, অনেক শিক্ষার্থীর ভাগ্যেই তাহা জুটিত না। সেই ধূসর-মলিন চিত্রের বিপরীতে আজ কিনা পাঠ্যপুস্তক উদ্বৃত্ত থাকে! জানা গিয়াছে, ২০১৭ সালের প্রাক-প্রাথমিক হইতে দশম শ্রেণি ও সমমানের স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৪ কোটি ২৬ লাখ ৩৬ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য প্রয়োজনীয় ৩৬ কোটি ২২ লাখ ৩৪ হাজার বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক পহেলা জানুয়ারিতে বিতরণের জন্য যথাবিহিত কর্মযজ্ঞ চলিতেছে। ইহা যেন অমারজনীর অন্ধকারের বিপরীতে উজ্জ্বল আলোর অপরূপ রোশনাই!

প্রতি বৎসর বাফার স্টক হিসাবে এমনিতেই পাঁচ শতাংশ বই অতিরিক্ত ছাপা হয়। এই বইসমূহ বন্যাসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা আপৎকালীন সময়ের জন্য। বৎসর শেষে অবিলিকৃত বইসমূহ পরবর্তী বৎসরের সহিত সমন্বয়ও করা হইয়া থাকে। এই বৎসর সেইখানে কিছুটা গলদ দেখা গিয়াছে বিধায় উদ্বৃত্ত বই গুদামে রহিয়া গিয়াছে। আশা করা যায়, আগামীতে এই ক্ষেত্রে উপজেলা বা জেলা শিক্ষা অফিস যথাসময়ে সমন্বয়ের কাজটি সম্পন্ন করিবে। মনে রাখিতে হইবে ফি বৎসর পাঠ্যপুস্তক উৎসবের অভাবিত সাফল্যের পর এই ধরনের দায়িত্বহীনতা সামান্য হইলেও সংশ্লিষ্ট বিভাগের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করিতে পারে। তাহা যাতে না হয়, সেই ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত উপজেলা বা জেলা শিক্ষা অফিসকে সচেতন থাকিতে হইবে।